তারিখ 10 JAN 2015
পৃষ্ঠা 8 কলাম 8

পে স্কেল সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিকর

—— রাবি শিক্ষক সমিতি

■ রাজশাহী ব্যুরো

অষ্টম জাতীয় পে স্কেল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চলমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ৪ জানুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয় গণমাধ্যমে যে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছে, তা বিভ্রান্তিকর বলে মন্তব্য করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (রাবিশিস)। গতকাল শনিবার বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে পে স্কেল নিয়ে অসঙ্গতি দূর করতে সচিবদের পরিবর্তে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা পালনের দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে রাবিশিসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে জাতীয় পে স্কেলের ৩ নম্বর গ্রেডে পৌঁছান। পরে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ২ ও ১ নম্বর গ্রেডে (সচিবদের গ্রেড) আসতে পারতেন। কিন্তু অষ্টম জাতীয় পে স্কেলে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বিলুপ্ত করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ৩ নম্বর গ্রেডের পর আর সামনে যেতে পারবেন না। এ ছাঁড়া গ্রেড-১-এর ওপর আরও দুটি ধাপ বা সুপার গ্রেড (সিনিয়র সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ/মুখ্য সচিব) সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পৌঁছানোর কোনো সুযোগই রাখা হয়নি। পাশাপাশি আমাদের বেতন কাঠামোর দাবিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, যা ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতির পরিপন্থী।

তারা আরও বলেন, জাতীয় পে স্কেলের অসঙ্গতি দূর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সচিবদের। অথচ আমলারাও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মতো বেতনভুক্ত একটি পক্ষ। কাজেই জাতীয় পে স্কেল-সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার নৈতিক বা আইনগত অধিকার আমলাদের থাকার কথা নয়। সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহা, সহসভাপতি অধ্যাপক রফিকুল হাসান, যুগ্ম সম্পাদক শাতিল সিরাজ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ওমর ফারুক সরকার, কার্যনির্বাহী সদস্য অধ্যাপক আনসার উদ্দিন প্রমুখ।